তারিখ ..... 8 MAY 2003

দৈনিক জনকণ্ঠ

ফাজিল এবং কামিল শ্রেণীকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া হচ্ছে ॥ আইন সংশোধন বিষয়ে আলোচনা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে ফাজিল এবং কামিল শ্রেণীকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া হচ্ছে। আইন সংশোধনের পর এই দুটি শ্রেণীর পরীক্ষা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এর সনদপত্র দেয়া হবে। এজন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৮০ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৭৮ সংশোধন করা হচ্ছে। বুধবার এ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় আইন সংশোধনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আগামীতে ডিগ্রী ও এমএ এবং ফাজিল ও কামিলের সিলেবাস নিয়ে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে।

জোট সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরাজমান বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ নেয়। এজন্য দু'হাজার দুই সালের জানুয়ারি মাসে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানকে প্রধান করে ১৩ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দেয়া হয়। কমিটি মার্চ মাসে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। সেই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ফাজিল এবং কামিল হচ্ছে সর্ব শেষ ধাপ। এই দুটি শ্রেণীকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ডিগ্রী এবং মাস্টার্স হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু শ্রেণী দুটির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে। যে কারণে কর্মক্ষেত্রে ফাজিল এবং কামিল শ্রেণীর সনদপত্রকে ডিগ্রী এবং মাস্টার্স শ্রেণীর সমমান হিসাবে গণ্য করা হয় না। ফলে এই দুটি শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এ অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে ফাজিল এবং কামিল শ্রেণীকে মাদ্রাসা বোর্ড থেকে বের করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়ার সুপারিশ করা হয়। এতে বলা হয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত সিলেবাসের মাধ্যমে ডিগ্রী প্রদান করা হলে তা মানসম্মত হবে। বিশেষজ্ঞ কমিটি এজন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৮০ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৭৮ সংশোধনের জন্য সুপারিশ করে। তাদের সুপারিশের আলোকেই সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। ফাজিল এবং কামিল শ্রেণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে আর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে থাকবে আলীম এবং দাখিল পরীক্ষা। যথারীতি এই দুই শ্রেণীর চূড়ান্ত পরীক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে এবং বোর্ড থেকেই তাদের সনদ দেয়া হবে। মোট কথা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন এসএসসি এবং এইচএসসি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবং ডিগ্রী এবং কলেজে অধ্যয়নরত মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয় মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ফাজিল এবং কামিল শ্রেণীর জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপ-উপাচার্যের নেতৃত্বে গাজীপুর মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা খোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। আপাতত এখান থেকে ফাজিল এবং কামিল শ্রেণীর পরীক্ষাসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত গতকালের সভায় মাদ্রাসা শিক্ষায় আলীম, দাখিল, ফাজিল এবং কামিল শ্রেণীর সঙ্গে এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রী এবং মাস্টার্স পর্যায়ের কোর্সের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়। এই মন্ত্রিসভা কমিটিতে আগামীতে ডিগ্রী ও এমএ এবং ফাজিল ও কামিল শ্রেণীর সিলেবাস নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। এর পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানা গেছে। এলজিআরডি. মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আইনমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী প্রমুখ।